JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যাবসায়ী সম্প্রদায়ের ভূমিকা

শুভনীল জোয়ারদার।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

সারসংক্ষেপ :

ধর্ম-বর্ণ-পেশা-সম্প্রদায় নির্বিশেষে পরাধীন ভারতের বহু মানুষ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। আন্দোলনের ধরণ পৃথক হলেও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন, অর্থাৎ স্বাধীনতা অর্জন। এই প্রতিবেদনে সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য ব্যাবসায়ী সম্প্রদায়ের ভূমিকা ও একই সাথে স্বাধীন ভারতের সার্বিক উন্নয়নে তাঁদের অবদান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধান করার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

সূচক শব্দ :

স্বাধীনতা,ঔপনিবেশিকতা, ব্রিটিশ, অর্থনীতি, স্বদেশী, শিল্পপতি,লোকহিতৈষী, উত্তরসূরি।

ভূমিকা :

আধুনিক পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতা শুরু হয়েছিল প্রায় পাঁচশ বছর আগে।'সংকল্প' কবিতায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-"থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগত টাকে....।"এই অজানাকে জানার বাসনা ঔপনিবেশিকতার একটি কারণ বলে বিবেচিত হলে, ধর্ম প্রচার ও একটা কারণ। কিন্তু আসল কারণ, অন্যকে অর্থনৈতিক ভাবে শোষণ করার মাধ্যমে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত শ্রী বৃদ্ধি করা। পরাধীন ভারতবর্ষ আসলে এই ঔনিবেশিকতার শিকার। অনেকে বলেন,ঔপনিবেশিকতার সুফল হিসাবে ভারতের সামাজিক কুপ্রথার বিলোপ হয়েছে, শিক্ষা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নয়নের পরশ লেগেছে,প্রভৃতি। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এ সবই করেছে ভারত বাসীকে ভালবেসে নয়, নিজেদের প্রয়োজন ও স্বার্থরক্ষার তাগিদে। সে বিতর্ক এখানে খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়।

প্রাক ঔপনিবেশিক পর্ব :

আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশের শুরুতে জেনে নেব এই পর্বে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে মুঘল আমলে ব্রিটিশ শাসনের আগে পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও যন্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক শক্তিধর হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিল(১)। অধ্যাপক ম্যাডিসন এর মতে প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা শুরুর আগে পর্যন্ত ভারতের GDP, পৃথিবীর মোট GDP-র ২৫-৩৫ শতাংশের

মধ্যে সীমিত থাকত(২)।১৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে প্রায় ২৮০০০টন ওজনের সোনা-রূপার বাট ভারত উপমহাদেশে আসত, যা পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৩০ শতাংশ(৩)। ঔরঙ্গজেব এর রাজত্বে তার বাৎসরিক আয় ছিল১০০মিলিয়ন (১মিলিয়ন=১০ লক্ষ) পাউন্ড (UK)-এরোও বেশি,যা সমকালীন ফ্রান্সের লুইস১৪-র বাৎসরিক আয়ের দশ গুণ বেশি ছিল(৪)। প্রাক শিল্পায়নের যুগেও মোঘল রাজত্বের সব থেকে ধনী প্রদেশ ছিল বাংলা সুবা যা কৃষি, বস্ত্র ও নৌযান নির্মাণে যথেষ্ট উন্নত ছিল(৫)। এখান থেকে রপ্তানী হত রেশম ও সুতি কাপড়, ইস্পাত,শোরা, কৃষি ও শিল্প জাত দ্রব্য প্রভৃতি।

ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতার পরবর্তী পর্ব :

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সময় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গৃহীত অবশিল্পায়ন ও সম্পদ নিষ্ক্রমন নীতির কারণে সোনা রূপার বাটের আমদানীর বিনিময়ে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির পরিবর্তে ভারতবর্ষ একটা কাঁচা মাল রপ্তানির বিনিময়ে ইউরোপের উৎপাদিত পণ্য আমদানিকারক দেশ হিসাবে চিহ্নিত হল(৬)।১৮২০সাল নাগাদ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থানে নেমে আসে, এগিয়ে যায় চীন(৭)। বিশ্বব্যাপী শিল্প উৎপাদনেরক্ষেত্রে ভারতেরঅর্থনীতি১৭০০ সালের ২৪.৪% থেকে কমে ১৯৫০সালে৪.২%-এ নেমে এসেছিল (৮)। অধ্যাপক মুখার্জির মতে, ১৯১৪-১৯৪৭ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত ব্রিটিশ শাসকদের আংশিক অসহায়তার সুযোগে ভারতীয় শিল্পপতিরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চিনি, সিমেন্ট, কাগজ, বস্ত্র, রসায়ানিক দ্রব্য, লৌহ-ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে(৯)।

এই ভাবে যে সকল শিল্পপতিরা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতি গঠনে আর্থিক সহায়তা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিল্প সমৃদ্ধ উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে এবার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

জামশেদজী টাটা(১৮৩৯-১৯০৪):

প্রথম জীবনে একজন বনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও বস্ত্র ও লৌহ শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতের বানিজ্যে আধুনিকীকরণের ছোঁয়ায় আমূল পরিবর্তন এনে বিশ্বের দরবারে স্বদেশিয়ানার পরিচয় দেন। তাঁকে আধুনিক ভারতের শিল্পায়নের জনক হিসাবেও আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর স্বদেশী ভাবনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল দেশীয় শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মাধ্যমে ভারতীয় জনগনকে উন্নত জীবনের ছন্দে ফিরিয়ে আনা। তিনি ছিলেন স্বাদেশিকতার একজন জোরালো সমর্থক(১০)। কিন্তু কখনও রাজনীতি বা তথাকথিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। যদিও দাদাভাই নৌরজির মাধ্যমে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সান্নিধ্যে আসেন, এমন কি১৮৮৫সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। ভারতে বিদেশী বস্তুর আমদানী হ্রাস করে দেশীয় সামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করাই আসলে তাঁর স্বদেশী আন্দোলনের মূল ভাবনা। যার মাধ্যমে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের একটি ধারা, স্বদেশী বস্তু গ্রহণ ও বিদেশী বস্তু বর্জনকেই পরোক্ষে সমর্থণ করেছেন(১১)।তাঁর স্বদেশী ভাবনার আত্ম প্রকাশ ঘটে১৮৮৬ সালে , যখন তিনি একটি পড়ন্ত বস্ত্র কারখানা "ধরমসি মিলস" কিনে তাকে স্বদেশী মিলের পরিচয় দিয়ে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন শুরু করেন। প্রথম দিকে লাভের মুখ না দেখলেও পরে এখানকার উৎপাদিত সুতো কেবলমাত্র ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্র কারখানায় উৎপাদিত সুতোর সাথে সমতুল্য ছিল, যা সুদূর পূর্বের বাজারে ভাল মূল্যে বিক্রি হত। তাঁর স্বদেশী বস্ত্র কারখানায় প্রস্তুত ম্যানচেস্টারের সমতুল্য সুন্দর পাতলা কাপড় সমকালীন ভারতবাসীর কাছে মোটা কাপড়ের পরিবর্তে বেশি পছন্দের ছিল(১২)। এগুলি রপ্তানি হত চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে। এর সাথে সাথে ব্রিটিশদের ইচ্ছাকৃত ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পদক্ষেপের ফলে যাতে ভারতের অর্থনৈতিক স্থিরতা বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নিরন্তর চেষ্টা করে গেছেন(১৩)

১৮৬৮ সালে জামশেদজীর হাত ধরে বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত টাটা গ্রুপের বিশ্বব্যাপী পথ চলা শুরু। তাঁর জীবনের চারটি প্রধান লক্ষ্য ছিল-উৎকৃষ্ট মানের হোটেল নির্মাণ, লৌহ-ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা, বিশ্বমানের উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা। তাঁর জীবদ্দশায় (১৯০৩)শুধু হোটেল নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল, যা বোম্বের "তাজমহল " হোটেল নামে পরিচিত। এখান থেকেই শুরু হয় ভারতীয় স্বদেশী হোটেল ব্যবসার জয় যাত্রা।

তাঁর মৃত্যুর পর স্থাপিত প্রতিষ্ঠান গুলির নাম পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে দেওয়া হল-(ক) ১৯০৭ সালে সাকচী(বর্তমান ঝাড়খণ্ড)তে "টাটা আয়রন স্টিল কোম্পানি"(TISCO) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জামশেদজীর বৃহৎ লৌহ ইস্পাত তৈরির ১৯০১ সালের মনোবাসনা পূর্ণ হয়, যার বর্তমান নাম"টাটা স্টিল",(খ) ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত"ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স"(IIS) ব্যাঙ্গালোরে গড়ে ওঠে ১৮৯৮ সালে জামশেদজীর দান করা জমিতে,(গ) ১৯১০ সালে বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত"টাটা জলবিদ্যুৎ শক্তি বন্টন কোম্পানি", যা ১৯১৯ সালে"টাটা পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড"বা"টাটা পাওয়ার"নামে পরিচিত হয়,(ঘ) ১৯৩৮ সালে "টাটা কেমিক্যালস,(ঙ)১৯৪১ সালে বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত"টাটা মেমোরিয়াল হসপিটাল"এর সাথে ১৯৬৬ সালে"ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট" যুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান নাম হয়"টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার",(চ)১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বমানের সেরা গবেষণা কেন্দ্র,"টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ"এবং প্রথম স্বদেশী গাড়ি কারখানা"টাটা মোটরস",(ছ)১৯৬২ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়"টাটা কনজ্যুমার প্রোডাক্টস",(জ)১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়"টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিস"(TCS),(ঝ)১৯৮৪সালে"টাটা ফাইন্যান্স",(ঞ) ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়"টাটা কমিউনিকেশনস", প্রভৃতি।

১৯১৯সালে গভর্নর জেনারেল এবং ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেমসফোরড, জামশেদজী টাটা র সম্মানার্থে, টাটা লৌহ ইস্পাত শিল্পনগরীর নাম রাখেন "জামশেদপুর"। এই কারখানা তৈরির পর নিকটবর্তী গ্রাম "কালিমাটি"তে হাওড়া-বোম্বে রুটের বেঙ্গল নাগরপুর রেলওয়ে (BNR) সেকশনে ১৯১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটা রেল স্টেশন, যা ওই লৌহ কারখানার কাছে ব্যাবসায়িক প্রয়োজনে যথেষ্ট অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং জামশেদজী টাটার সম্মানার্থে পরে স্টেশনটির নাম হয়,"টাটানগর"।১৯২৫ সালে জামশেদজীর বড় নাতি জে. আর. ডি.টাটা , টাটা স্টিলের "সমাজতান্ত্রিক ও স্বদেশিয়ানা" ঘরানা তুলে ধরার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানালে,১৯২৫ এবং ১৯৩৪ সালে তিনি এখানে এসে কারখানার শিল্প-বান্ধ পরিবেশ ও মালিক- কর্মচারীর সুসম্পর্ক দেখে অনুভব করেছিলেন যে, এই কারখানার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি বহু কাঙ্খিত "স্বরাজ" আনার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল (১৪)।

জামশেদজী টাটা ছিলেন একজন অসামান্য লোক হিতৈষী ব্যক্তিত্ব।১৮৯২ সালে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে তিনি যে আর্থিক অনুদান প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন, তার বর্তমান মূল্য ১০২.৪ লক্ষ কোটি ডলার (US)। সেই হিসাবে ২০২১ সালের এডেল গিভ হুরুণ (এডেলগিভ: লোক হিতৈষী কাজের জন্য বৃত্তি দানকারী প্রতিষ্ঠান, হুরুণ: যিনি হুরুণ রিপোর্ট নামে প্রতিষ্ঠানের গবেষণার মাধ্যমে প্রধানত বিশ্বের ধনী মানুষের তালিকা তৈরি করেন) লোক হিতৈষী বিশ্ব তালিকা অনুযায়ী বিগত ১০০ বছরে জামশেদজী টাটার নাম এক নম্বরে আছে (১৫)।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১- ১৯৪৪):

আচার্য রায় ভারতের একজন প্রথিতযশা রসায়নবিদ, শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি ও লোক হিতৈষী ব্যক্তিত্ব। রসায়ন শাস্ত্রে অসামান্য অবদানের জন্য তাঁকে দেশ বিদেশের বহু সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। রসায়নে সর্বোৎকৃষ্ট কাজের জন্য "নাগারজুন পুরষ্কার" প্রদানের ব্যবস্থা করতে ১৯২২সালে তিনি অর্থ সাহায্য করেন। ৭৫ বছর বয়সে সক্রিয় অধ্যাপনা থেকে অবসর নিলেও ৬০ বছর পূর্তির অর্থাৎ ১৯২১ সালের অনেক আগে থেকেই তিনি তাঁর সমস্ত বেতন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগে দান করতেন, রসায়ন বিভাগের উন্নতি ও গবেষণার স্বার্থে। আধুনিক যুগে ভারতীয় রসায়নে তিনিই হলেন পথিকৃৎ। কারণ, বৃহৎ অর্থে রসায়নের যথার্থ প্রয়োগ করে ভারতে প্রথম স্বদেশী

রসায়ন কারখানা " বেঙ্গল কেমিক্যাল " তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। তাই তাঁকে ভারতীয় রসায়ন বিজ্ঞানের জনক বলেও অবিহিত করা হয় (১৬)।

আচার্য রায় পরাধীন ভারতের একমাত্র ব্যাক্তি যিনি নিজে স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ হয়ে তাঁর মেধাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যবসার সাহায্যে ভারতীয় যুব সমাজকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাধীন হওয়ার দিশা দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের মানবিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। বিলেতে ইংরেজি ভাষায় পড়াশুনা ও গবেষণা করলেও মাতৃ ভাষা বাংলায় শিক্ষাদান, পুস্তক, প্রবন্ধ (বাঙালির মস্তিষ্ক ও তার অপব্যাবহার, আত্মচরিত, হিন্দু রসায়ন বিদ্যা, ইত্যাদি) রচনা থেকে তাঁর স্বদেশী ভাবনার পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রেসিডেন্সি কলেজে ও রাজাবাজার সাইন্স কলেজে অধ্যাপনা করার জন্য সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হতে না পারলেও, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন না করলে ভারতে প্রকৃত অর্থনৈতিক অগ্রগতি হওয়া অসম্ভব এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একান্ত কাম্য শিল্পায়ন।

ব্রিটিশ ভারতে তাঁর স্বনির্ভর স্বদেশী শিল্প ভাবনার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৯২ সালে, যখন তিনি মাত্র ৭০০ টাকা পুঁজি সম্বল করে নিজের বাড়িতে ভারতের প্রথম রসায়ন কারখানা "বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস" প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উৎপাদিত বিভিন্ন ভেষজ দ্রব্য তিনি ১৮৯৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় চিকিৎসা কংগ্রেস সম্মেলনে উপস্থাপন করেছিলেন।১৯০১ সালে ২ লক্ষ টাকা পুঁজি সম্বল করে কলকাতার মানিকতলা তে ১৯০৫ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটিকে স্থানান্তরিত করে নাম দেন," বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড"। এই কোম্পানি থেকে তিনি কোন বেতন নিতেন না (১৭)। কারণ, এটি ছিল তাঁর আত্মজ স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান।এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছিলেন, ভারতীয় যুব সমাজ অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে বেকারত্বের দুর্দশা থেকে মুক্তি পেয়ে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ অনুভব করে পরাধীন ভারতের মুক্তি লাভের দিশা যেন খুঁজে পায়। এর পর এর তিনটি শাখা যথাক্রমে ১৯২০ সালে পানিহাটি (উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিম বঙ্গ), ১৯৩৮ সালে বোম্বে এবং ১৯৪৯ সালে কানপুরে গড়ে ওঠে। সালফিউরিক এসিড নির্মাণের জন্য এই কারখানাটি ছিল ভারতের মধ্যে প্রথম। এ ছাড়াও এখানে তৈরি হত উন্নত মানের ন্যাপথলিন, ফিনাইল প্রভৃতি যাদের প্রচুর চাহিদা ছিল সমগ্র ভারত জুড়ে। ১৯৮০ সালে জাতীয়করণের মাধ্যমে কোম্পানিটি ভারত সরকারের পরিচালনাধীন হয় (১৮)। হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন, ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক হিসাবে এই কোম্পানি তৈরি করলেও, বহুদিন আগে এর উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে অনেক বিশেষজ্ঞদের কাছে ওষুধটি সহায়ক ওষুধ হিসাবে বিবেচিত হাওয়ায়, কোম্পানি ওষুধটি পুনরায় তৈরির জন্য সরকারি আদেশের অপেক্ষায় আছে (১৯)। স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয় নেতারা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গান্ধীজির আদর্শ ও প্রফুল্ল চন্দ্রের প্রেরণায়, বেঙ্গল কেমিক্যাল এর রসায়ন বিশেষজ্ঞ ও সুপারিনটেনডেন্ট সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের উদ্যোগে সোদপুর খাদি প্রতিষ্ঠান বা আশ্রম তৈরি হয় ১৯২৭ সালে। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এ ছাড়া ক্যালকাটা পটার ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস,পানিহাটির বাসন্তী কটন মিল, প্রভাতী টেক্সটাইল (এখন অবলুপ্ত) , বঙ্গশ্রী কটন মিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে কতটা একাত্ম ছিলেন বা সে সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করতেন, এবার সেদিকে একটু আলোকপাত করতে চাই। ব্রিটিশ রাজ সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাবের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়,১৮৮৫ সালে বিলেতে পড়ার সময় একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে। তাঁর রচনার মূল ভাবনা ছিল , ব্রিটিশ শাসকদের পীড়ণমূলক আচরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে সতর্কীকরণ। পরের বছর তিনি এই প্রবন্ধটি " ইন্ডিয়া: বিফোর অ্যান্ড আফটার দি মিউটিনি " নামে একটি বই (২০) এর আকারে প্রকাশ করেন (২১)। পরবর্তীতে নরম পন্থী, চরম পন্থী বা অসহযোগ আন্দোলন সকলের প্রতি তিনি স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই তাঁর বিভিন্ন রচনায় গান্ধীজী ও নেতাজী উভয়ের প্রতিই তাঁর গভীর স্নেহের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।"ফার্স্ট

স্পার্ক অফ্ রিভলিউশন" বই থেকে জানা যায়, যে সকল তরুণ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁরা বেশিরভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন, যেমন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ আরও অনেকে (২২)। সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অ্যাসিড বিতরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিস্ফোরক তৈরিতে সাহায্য করতেন।১৯২৪ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি আবেগজনিত দেশপ্রেম থেকে বলার সাহস দেখিয়েছিলেন " বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে কিন্তু স্বরাজ পারেনা "। তাই ব্রিটিশ সরকার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সম্পর্কে কটুক্তি করে ছিল যে একজন বিজ্ঞানী বিপ্লবীদের আঁকরে ধরে রেখেছেন (২৩)।

মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা গোপাল কৃষ্ণ গোখলের সাথে প্রফুল্ল চন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন যে অধ্যাপক রায় তাঁর মাসিক ৮০০ টাকা বেতনের মধ্যে মাত্র ৪০ টাকা নিজের জন্য রেখে বাকিটা জনসাধারণ বিশেষত গরিব মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং স্বদেশী খাদি বস্ত্রই তিনি পরতেন (২৪)। দুর্ভিক্ষ, বন্যা বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে তিনি নির্দ্বিধায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। জাতিভেদ ও কুসংস্কারের বিরোধিতাও করেছেন তিনি। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত সমাজ- সংস্কৃতি- অর্থনীতি বিষয়ে ভারত উন্নত হবে, এই স্বপ্নই আজীবন দেখেছিলেন এবং বাস্তবায়িত করার সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

আরদেশির গোদরেজ (১৮৬৮ - ১৯৩৬) :

পরাধীন ভারতের স্বনামধন্য শিল্পপতি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে অন্যতম ব্যাক্তিত্ব হলেন আরদেশির গোদরেজ। তাঁর পূর্ব পুরুষের ছিল ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসা। কিন্তু তিনি সেই পথে না গিয়ে আইন ব্যবসায় আসবেন বলে আইন পাশ করে ওকালতি শুরু করলেও অচিরেই বুঝতে পারলেন যে এই পেশায় তিনি অযোগ্য। তখন একটি ওষুধের দোকানে একজন ওষুধ বিক্রেতা হিসাবে কাজ করার সময়, ডাক্তারি যন্ত্রপাতি তৈরি করার বাসনা জাগে। তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে পিতার আর্থিক সহায়তা তাঁর কাছে মনে হয়েছে উপহার স্বরূপ। তাই পিতার এক প্রভাবশালী ব্যাবসায়ী বন্ধুর কাছ থেকে ১৮৯৫ সালে ৩০০০ টাকা ধার নিয়ে ডাক্তারি অস্ত্রোপচার জনিত ছোটখাটো যন্ত্রপাতি তৈরি করা শুরু করেন। সেগুলি উন্নত মানের হলেও, "মেড ইন ইন্ডিয়া" ছাপ দেওয়ার কারণে বিলেতি কোম্পানি সেইসব সামগ্রী বর্জন করে, কারণ বিলেতি মানুষের ভ্রান্ত ধারণাই ছিল যে ভারতে তৈরি সামগ্রী মানেই নিম্ন মানের। এর ফলে গোদরেজ নির্মিত স্বদেশী ডাক্তারি যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রকল্পটি অচিরেই বন্ধ হয়ে যায় এবং পরাধীনতার গ্লানি উপলব্ধি করতে শুরু করেন। স্বদেশের জন্য তাঁর এই আত্মত্যাগ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে (২৫)।

যে দুটি সামগ্রীর সাথে গোদরেজের নাম আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে, তা হল তালা আর আলমারি। পিছনে তাকালে দেখা যাবে, শহরে- দোকানে চুরি ঠেকাতে পুলিশ কমিশনারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯৭ সালে গোদরেজ এর হাত ধরে স্বদেশী উন্নত মানের তালা শিল্পের সূচনা হয়েছিল এবং ভারতে তিনিই প্রথম লিভার প্রযুক্তি নির্ভর তালা তৈরি করেন। এর পর আসব আলমারি শিল্প প্রসঙ্গে। তিনিই প্রথম পরাধীন ভারতে ইস্পাত নির্মিত, মজবুত নিরাপত্তা বিশিষ্ট, অগ্নি নিরোধক আলমারি সিন্দুক নির্মাণ শুরু করে বাজারে আনেন ১৯০২ সালে। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি বিদেশের উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। এখানে তাঁর উদার ও উন্নত বানিজ্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।১৯১২ সালে ইংল্যান্ডের রানী, তাঁর মূল্যবান সামগ্রী সুরক্ষিত রাখার জন্য গোদরেজ নির্মিত "মেড ইন ইন্ডিয়া"ছাপ বিশিষ্ট আলমারি ব্যবহার করেছিলেন। এই ভাবেই তিনি পরাধীন ভারতে শিল্পের মাধ্যমে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়েছিলেন (২৬)।

ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ রাজ কি ভাবে অত্যাধিক কর আরোপ ও ভ্রান্ত ব্যাবসায়িক নীতি গ্রহণ করে ভারতের নিজস্ব শিল্প তথা ভারতবাসীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছিল, সেই সম্পর্কিত দাদাভাই নৌরজীর লেখা পড়ে ১৯০৯ সালে গোদরেজ পরাধীন ভারতবাসীর দুর্দশা মুক্তির জন্য প্রথম অনুপ্রাণিত হন। তাঁর মতে ভারতকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হতে গেলে শুধু বিদেশি সামগ্রী বর্জন করলে হবেনা, সহজাত সৃজনী ক্ষমতা, প্রতিভা, প্রযুক্তি, উৎপাদন ক্ষমতা, বাজারজাত

করার কৌশল, স্থানীয় সম্পদ বা কাঁচা মাল ব্যবহার, নিজস্ব সহায় সম্বল অবলম্বন প্রভৃতির সাহায্যে স্বনির্ভর দেশীয় শিল্পকে উন্নত করে উন্নত মানের দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে। এটা করতে গিয়ে প্রয়োজনে বিদেশের উন্নত প্রযুক্তি আমদানি করার ক্ষেত্রে কোন দমন নীতি রাখা যাবে না (২৭)।

২৭এপ্রিল১৯২৭সালে ইন্ডিয়ান নেশনাল হেরাল্ড পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, বিদেশি সামগ্রীর তুলনায় গুণগত ভাবে দেশীয় সামগ্রী নিম্ন মানের হলেও সেটাকে গ্রহণ করার পাশাপাশি দেশীয় শিল্প সামগ্রী কি ভাবে বিলেতের সমকক্ষ হতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। অহিংসা ভিত্তিক আন্দোলনের স্লথ গতিতে বিরক্ত হয়ে গোদরেজ বলেছিলেন, ভারতবাসী যতদিন না মানসিক ভাবে আত্মনির্ভর হবে এবং আত্মসম্মান বোধ অর্জন করবে ততদিন ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ অধরাই থেকে যাবে(২৮)।

আরদেশির গোদরেজ ও তাঁর ভাই পিরোজশা গোদরেজ এর সহযোগিতায় ১৮৯৭ সালে বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত গোদরেজ গ্রুপের পথ চলা শুরু।তালা, আলমারি শিল্প অতিক্রম করে ১৯১৮সালে প্রতিষ্ঠিত সাবান কোম্পানির হাত ধরে ১৯২০ সালে সষ্য জাত তেল দিয়ে নির্মিত ভেষজ সাবান নিরামিষাশী ভারতবাসীর কাছে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর পর্বে গোদরেজ গ্রুপের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হল,(ক)১৯৫৫ সালে দেশীয় প্রযুক্তি ও সামগ্রী ব্যবহার করে টাইপ রাইটিং মেশিন নির্মাণ,(খ) ১৯৫৮ সাল থেকে গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি যেমন রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশন মেশিন, ওয়াশিং মেশিন প্রভৃতি তৈরি শুরু করা,(গ) ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত কনজ্যুমার প্রোডাক্ট লিমিটেড এর মাধ্যমে তেল,সাবান প্রভৃতি নির্মাণ ও বাজারজাত করা শুরু,(ঘ) ২০০৮ সালে প্রথম চন্দ্র যান ও ২০১৪ সালে মঙ্গল যান এর ইঞ্জিন তৈরির ক্ষেত্রে গোদরেজ কোম্পানির ভূমিকা প্রভৃতি। বর্তমানে আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, সাউথ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, ওমান, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে ব্যবসা বিস্তারের মাধ্যমে এই কোম্পানি বর্তমানে বহুজাতিক কোম্পানির মর্যাদা লাভ করেছে (২৯)।

সব শেষে গোদরেজের লোকহিতৈষীমনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। এর শুরু হয়েছিল ১৯২৬ সালে, যখন তিনি হরিজন সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ৩ লক্ষ টাকা দান করেন, যা সেই সময়ের প্রেক্ষিতে অকল্পনীয় ছিল এবং সেই কথা মহাত্মা গান্ধী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছেন। বর্তমানে সামাজিক সেবামূলক কাজের জন্য কোম্পানির লভ্যাংশের ২ শতাংশ ব্যয় করা হয় শুধুমাত্র কোম্পানির পারিবারিক শেয়ার থেকে। এই কাজ প্রথমত বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও ট্রাস্ট যেমন পিরোজশা গোদরেজ ফাউন্ডেশন(১৯৭২),গোদরেজ মেমোরিয়াল (১৯৮৪),গোদরেজ ফাউন্ডেশন (২০১৭) প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি কাজে সাহায্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, গুড অ্যান্ড গ্রীন স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি , পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ বান্ধব দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি করা হয় (৩০)।

গোবিন্দরাম সেখসারিয়া (১৮৮৮- ১৯৪৬) :

প্রাক স্বাধীনতার যুগে ব্রিটিশ রাজের দমন-পীড়ন ও অসহযোগী মনোভাবের কারণে ভারতীয় শিল্পপতিদের উন্নতি করা তো দূরের কথা, অস্তিত্ব রক্ষা করা ই ছিল দুর্বিসহ। এই রকম প্রতিকূল পরিবেশে ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে গোবিন্দ - রাম, মেসার্স গোবিন্দরাম সেকসারিয়া নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।১৯২৪ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রী কৃষ্ণ রাইস অ্যান্ড অয়েল মিলস। তারপর, প্রথমে বোম্বে কটন এক্সচেঞ্জ এর একজন অপারেটর হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। অচিরেই কর্মদক্ষতার জোরে কটন সেন্ট্রাল বোর্ডের সদস্য ও পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কটন অ্যাসোসিয়েশন এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পদ লাভ করেন। এই ভাবে তুলোর বাজারে তাঁর নাম বিখ্যাত হয়ে ওঠে এবং তিনি কটন কিং অফ ইন্ডিয়া নামে পরিচিত হন। তুল শিল্পের ভূমিকা গোবিন্দরামের চিন্তাশক্তিকে এমন ধারায় প্রবাহিত করল, যাতে মুক্ত হস্তে স্বাধীনতা

সংগ্রামে সাহায্য করা, লোক হিতৈষী কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা, নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানো, মিতব্যয়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া, সবই তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল।

তুলোর বাজারে নিজেকে সফল প্রতিপন্ন করার পর বিভিন্ন ষ্টক এক্সচেঞ্জের সাথে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন। যার ফল স্বরূপ, প্রথমে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এ যোগদানের পর ইন্ডিয়ান স্টক এক্সচেঞ্জের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হন।১৯৩৪সালে নিউ ইয়র্ক কটন এক্সচেঞ্জের একজন সদস্য হন। তিনি লিভারপুল কটন এক্সচেঞ্জের সদস্য ও ছিলেন।১৯৩৭সালে গোবিন্দরাম ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড গড়ার পর ভোজ্য তেল, চিনি, বস্ত্র, খনিজ সম্পদ, ব্যাংক, ছাপাখানা, সিনেমা প্রভৃতি ব্যবসায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। সেই সময় লোকসানে চলা বোম্বের কারিম্ভয় মিলস, ১২.৫ লক্ষ টাকায় কিনে ৪০- ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আধুনিক ভাবে গড়ে তুলে নাম দেন, সেকসারিয়া কটন মিলস, যা সেই সময় বোম্বের অন্যতম বৃহৎ বস্ত্র কারখানার মর্যাদা পেয়েছিল। ৭৫০০ সুতা কাটার টাকু (spindle), ১০০০ তাঁত (loom) সম্বলিত এই কারখানায় ৩৪০০ শ্রমিক কাজ করত। ব্যাংক অফ্ রাজস্থান এবং বোম্বে টকিজ তাঁরই তৈরি। তাঁর বিশাল ভূসম্পত্তি দেখা শোনার জন্য গড়ে তুলেছিলেন , এস্টেট ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি।

তাঁর লোক হিতৈষী মনোভাবের পরিচয় হিসাবে যে উদাহরণ গুলি পাই, সে গুলি হল- (ক) নারী কল্যাণ ও নারী শিক্ষার প্রয়োজনে তিনি ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন, সেকসারিয়া সরস্বতী কন্যা পাঠশালা ,(খ) ১৯৪০ সালে মানব সেনা সংঘ বাল নিকেতন এর বাড়ি তৈরির জন্য ৫০ হাজার টাকা দান করেন,(গ) ১৯৪১ সালে গর্ধনদাস গোবিন্দরাম চ্যারিটি ট্রাস্ট তৈরির জন্য ১১ লক্ষ টাকা দান করেন,(ঘ) ১৯৪৬ সালে বোম্বে হাসপাতাল তৈরির জন্য আর্থাদাতাদের মধ্যে একজন হিসাবে তিনি ৭.৫ লক্ষ টাকা দান করেন এবং ১৯৫০ সালে ভারতের ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হাসপাতালটির উদ্বোধন করেন।

গোবিন্দরাম নিজে হিন্দি, ইংরেজি কিছুই বুঝতে বা লিখতে না পারলেও প্রখর বুদ্ধি বলে বিরাট শিল্পপতির তকমা নিয়েও শিক্ষার গুরুত্ব ভীষণ ভাবে উপলব্ধি করতেন বলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলি হল, (ক)জি. এস. কলেজ অফ্ কমার্স, ওয়ার্ধা (১৯৪০), (খ)জি. এস. কলেজ অফ্ কমার্স এন্ড ইকোনমিকস, নাগরপুর (১৯৪৫), (গ) শ্রী জি. এস. ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড সাইন্স, ইন্দোর(১৯৫২),(ঘ) জি. এস. ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ, ইন্দোর (১৯৯৭)। বিপুল সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্বেও অতি সাধারণ, সহজ, সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন বলে কোন সাক্ষাৎকার বা ভাষণ দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেলের মত প্রাক স্বাধীনতা যুগের স্বনামধন্য রাজনীতিবিদরাও সেকসারিয়ার বিচক্ষণ বুদ্ধির জন্য তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেন (৩১)।

জমনলাল বাজাজ(১৮৮৯- ১৯৪২) :

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত বিশিষ্ট শিল্পপতিদের মধ্যে আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন, জমনলাল বাজাজ।১৯২০ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাজাজ গ্রুপ অফ্ কোম্পানিজ নাম পরিবর্তিত হয়ে ১৯২৬ সালে বাজাজ গ্রুপ অফ্ ইন্ডাস্ট্রিজ নামে যে পথচলা শুরু করেছিল,তা আজও স্বমহিমায় চলমান (৩২)। প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পরে বাজাজ গ্রুপের কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও পুরষ্কার সম্পর্কে এবার সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব- (ক) ১৯৩১ সালে বম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান সুগার মিলস লিমিটেড এর নাম পরিবর্তিত হয়ে ১৯৮৮ সালে নাম হয় বাজাজ হিন্দুস্থান সুগার লিমিটেড, যা চিনি উৎপাদনের এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান,(খ) ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রিক সামগ্রী তৈরির প্রতিষ্ঠান, বাজাজ ইলেকট্রিক্যালস ১৯৬০ সালে নাম পরিবর্তিত হয়ে বাজাজ ইলেক্ট্রিকালস লিমিটেড নামে পরিচিত হয়,(গ) ১৯২৯ সালে লাহোরে প্রতিষ্ঠিত মুকন্দ স্টিল কারখানাটি ১৯৩৭সালে গান্ধীজির পরামর্শে জমনলাল বাজাজ ও জীবনলাল শাহ অধিগ্রহণ করে বম্বেতে অনেনে এবং ১৯৮৯সালে এটির নামকরণ হয় মুকন্দ লিমিটেড,(ঘ) ১৯৪৫ সালে পুনেতে প্রতিষ্ঠিত হয় বাজাজ অটো লিমিটেড। এছাড়াও ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, হোম

অ্যাপলায়েন্সেস, ইন্সুরেন্স প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে বাজাজ গ্রুপের অবাধ বিচরণ হয়েছে।১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জমনলাল বাজাজ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, আন্ধেরি। এ ছাড়া,১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত জমনলাল বাজাজ ফাউন্ডেশন কর্তৃক ১৯৭৮ সালে চালু হয় জমনলাল বাজাজ অ্যাওয়ার্ড, যা প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন (৪ নভেম্বর) উপলক্ষে প্রদান করা হয় (৩৩)।

গান্ধীজির নীতি- আদর্শ, মানবিক আবেদন, সরল জীবনযাত্রা, গরিব ও নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব, স্বদেশী বস্তু গ্রহণ ও বিদেশী বস্তু বর্জনের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে বাজাজ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন(৩৪)।

স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে কালক্রমানুসারি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো- (ক) ১৯২০ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন,(খ) প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে অর্থ সাহায্য করার পুরষ্কার স্বরূপ প্রদত্ত " রয় বাহাদুর " খেতাব তিনি ১৯২১ সালে হেলায় ত্যাগ করে অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন,(গ) জলিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের (১৯১৯) প্রতিবাদে ১৯২৩সালে নাগপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে ব্রিটিশ সরকার বাধা দিলে তিনি পতাকা সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করে,১৮ মাসের জন্য কারাবরণ করেন এবং ৩০০০ টাকা জেল-জরিমানা দেন,(ঘ) খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের প্রতি অনুরাগের জন্য ১৯২৫ সালে অল ইন্ডিয়া স্পিনারস অ্যাসোসিয়েশন এর কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন,(ঙ) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ভাবনা থেকে তিনি ১৯২৮ সালে পারিবারিক "লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির" সর্বস্তরের মানুষের জন্য খুলে দিয়েছিলেন এবং নিজের বাগানে সকলের ব্যবহারযোগ্য কুও খনন করেছিলেন,(চ) ১৯২৯সালে সাইমন কমিশন প্রত্যাহার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন,(ছ) ১৯৩০ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে লবন- সত্যাগ্রহে যোগ দেন,(জ)১৯৩১ সালে ওয়ার্ধাতে তাঁর নিজস্ব জমিতে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ চালনা করার জন্য আশ্রম তৈরি করে দেন, যা বর্তমানে "সেবাগ্রম " নামে পরিচিত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে এটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম,(ঝ) ১৯৩৩ সালে কংগ্রেস পরিচালন সমিতির কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন,(ঞ) ১৯৪১ সালে যুদ্ধবিরোধী প্রচারে সামিল হন(৩৫)।

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাজাজ যে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা যাক।১৯২১ সালে অল ইন্ডিয়া তিলক মেমোরিয়াল ফান্ড তৈরির মূল দায়িত্বে থেকে প্রায় ১ কোটি টাকা জোগাড় করেছিলেন দেশের খাদিকে জনপ্রিয় করার জন্য। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি বিভিন্ন সেবামূলক কাজে গান্ধীজী সহ তিলক স্বরাজ ফান্ড, অল ইন্ডিয়া ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ এসোসিয়েশন প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে নিয়মিত অর্থ দানের মাধ্যমে দুই দশক জুড়ে ব্যাংকারের ভূমিকা পালন করেছিলেন। গান্ধীজী যথার্থই বলেছেন যে তিনি যত ভাবেন ততই বুঝতে পারেন যে এমন কোন কাজ নেই যেখানে বাজাজ অংশ গ্রহণ করেন নি। বিপুল অর্থের অধিকারী হয়েও, স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান এবং লোকহিতৈষী মানসিকতার জন্য গান্ধীজী তাঁকে মার্চেন্ট প্রিন্স বলে অভিহিত করতেন। তিনি গান্ধীজির এতটাই স্নেহধন্য ছিলেন যে গান্ধীজী তাঁকে তাঁর পঞ্চম সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন (৩৬)।

ঘনশ্যাম দাস বিড়লা (১৮৯৪- ১৯৮৩):

শ্রী বিড়লা ভারতের অন্যতম বিখ্যাত শিল্পপতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি মাহেশ্বরী মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন(৩৭)। উৎপাদন শিল্পের প্রতি আগ্রহ থেকে তিনি পৈতৃক কুসীদ বৃত্তিকে উৎপাদন শিল্পে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে একক ও স্বাধীন ভাবে পাট ক্রয় বিক্রয়ের দালাল হিসেবে কলকাতায় ব্যবসা শুরু করেন (৩৮)। কিন্তু সেই আমলে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য ও তাদের সুপারিশ ছাড়া স্থানীয় বাঙালিদের ব্যবসা করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিল। এই প্রতিকূল পরিবেশে তিনি ১৯১৮সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন বিড়লা জুট মিল(৩৯)।১৯১৯ সালে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করেন বিড়লা ব্রাদার্স লিমিটেড এবং গোয়ালিয়রে একটা কারখানা গড়ে তোলেন (৪০)। শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের ভ্রান্ত ব্যাবসায়িক নীতির কারণে তাদের সাথে বিড়লার বিরোধ বাধে। যার ফলে ১৯২৫ সালে

কয়েকজন প্রতিথযশা শিল্পপতিদের সাথে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন "ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ্ কমার্স", যা মূলত দেশীয় শিল্পের একমাত্র প্রথম মুখপত্র হিসাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়েছিল (৪১)। মহাত্মা গান্ধীর উপদেশ মত পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস কে সঙ্গে নিয়ে তিনি ১৯২৭ সালে তৈরি করেন"দি ফেডারেশন অফ্ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি(FICCI)", নতুন দিল্লি, যা একটা বেসরকারি বাণিজ্যিক সভা হিসাবে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় শিল্পায়নের নীতি নির্ধারক হিসাবে কাজ করত (৪২)।

১৯২০ সালে,২৬ বছর বয়সে তিনি "এম্পায়ার" সংবাদ পত্র অধিগ্রহণ করে নাম দেন "নিউ এম্পায়ার"।১৯২৮ সাল নাগাদ আর্থিক সংকটের কারণে"হিন্দুস্তান টাইমস"পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলে, বিড়লা পত্রিকাটি অধিগ্রহণ করে প্রকাশনা চালু রাখেন, যা ভারতের একটি মুখ্য সংবাদ পত্রের ভূমিকা পালন করে আসছে (৪৩)।১৯৩০ সালে তিনি চিনি ও কাগজ কল প্রতিষ্ঠা করেন (৪৪)।

ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেশীয় পুঁজি ও দেশীয় পরিচালনার সাহায্যে ব্যাংক শিল্প গঠনের মানসিকতা নিয়ে ১৯৪৩ সালের ৬ ই জানুয়ারি তিনি কলকাতায় "ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক"(UCO Bank) প্রতিষ্ঠা করেন (৪৫)।

এবারে প্রাক স্বাধীনতা পর্বে বিড়লা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন, সে ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। স্বদেশী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পকে পৃথিবীর শিল্প মানচিত্রে স্থান করে দেবার মানসিকতার ভিত তৈরি হয়েছিল তাঁর তীব্র স্বদেশ প্রেম ও সুদৃঢ় জাতিয়তাবোধ থেকে। মাত্র ২২ বছর বয়সে ১৯১৬ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন উৎসর্গকারী মহান ও মহৎ নেতৃস্থানীয় মানুষদের সান্নিধ্যে আসার বাসনা থেকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং গান্ধীজির সরল জীবনযাত্রা, সেবার মনোভাব, অহিংস আন্দোলনে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণাবলী বিড়লা কে গান্ধীজির পাশে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করেছিল (৪৬)।১৯২১ সালে তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি র একজন সদস্য পদ লাভ করেন (৪৭))।১৯২৬ সালে ব্রিটিশ ভারতের সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তে নির্বাচিত হন (৪৮)। ব্রিটিশ সরকার ও পরাধীন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে১৯৩০- ১৯৩২এর মধ্যে সাংবিধানিক পুনর্গঠন সংক্রান্ত তিনটি গোল টেবিল বৈঠক হয়েছিল (৪৯)। এই পর্বের দ্বিতীয় বৈঠকে (সেপ্টেম্বর,১৯৩১- ডিসেম্বর,১৯৩১) গান্ধীজির সাথে একজন ভারতীয় শিল্পপতি হিসাবে শ্রী বিড়লা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন (৫০)।১৯৩২ সালে দিল্লিতে গান্ধী প্রতিষ্ঠিত হরিজন সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন (৫১)। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য তিলক স্বরাজ ফান্ড এ প্রচুর অর্থ দান করেন এবং এই ফান্ড এ ১ কোটি টাকা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য। তিনি হরিজনদের উন্নতিকল্পে ২ লক্ষ টাকা দান করেন (৫২)। তিরিশের দশকে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে ছাপা হয়"বোম্বে প্ল্যান", যেখানে ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পপতিদের মধ্যে বিড়লা ছিলেন অন্যতম একজন স্বাক্ষরকারী (৫৩)।

১৯২৮ সালে তিনি তাঁর দিল্লির সাধের বিড়লা হাউসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের থাকার ব্যবস্থা করেন। এই বাড়িতেই ১৯৪৮ সালে ৩০ শে জানুয়ারি গান্ধীজির দেহাবসান ঘটে তাই বাড়িটি বর্তমানে "গান্ধী স্মৃতি" হিসাবে পরিচিত। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই বিড়লা হাউসের সাথে গান্ধী, প্যাটেল, রাজাগোপালাচারি, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মত স্বাধীনতা আন্দোলনের উজ্জ্বল রাজনৈতিক নেতাদের আন্তরিক যোগাযোগ থাকায় এই বিড়লা হাউসকে "ক্যাপিটাল অফ্ ইন্ডিয়া" বলা হত। লালবাহাদুর শাস্ত্রী "আই. এম. এফ (IMF)" এবং "ওয়ার্ল্ড ব্যাংক" সংক্রান্ত বিষয়ে বিড়লার সাথে পরামর্শ করতেন(৫৪)।

পরাধীন ভারতবাসী উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত হবে, এই স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন বলেই ১৯২৯ সালে বিড়লা এডুকেশন ট্রাস্টের অধীনে রাজস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরি হয়।১৯৪০ সালে, "বিড়লা বিশ্বকর্মা মহাবিদ্যালয়" কলেজ তৈরির জন্য তিনি ২৫ লক্ষ টাকা দান করেন।

"আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়"কে তিনি ৭০০০০ টাকা দান করেন।"বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" গঠনে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে।১৯৪৩ সালে ভিওয়ানি তে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের অন্যতম প্রধান বস্ত্র শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,"টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট অফ টেক্সটাইল অ্যান্ড সাইন্সেস"। পিলানি তে তাঁর প্রতিষ্ঠিত "বিড়লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ",১৯৬৪ সালে "বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি অ্যান্ড সাইন্সেস"নামে পরিচিত হয়। এ ছাড়াও অনেক পাবলিক স্কুল সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে (৫৫)। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় এর অনুরোধে বিড়লা, কলকাতায় একটি সাইন্স মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার জন্য, তাঁর কলকাতার সুদৃশ্য তিন তলা বাড়ি (যেখানে তাঁরা ৩৫ বছর ধরে বাস করেছেন)এবং বিড়লা পার্কের ৫ বিঘা জমি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে দান করেন এবং ১৯৫৯ সালের ২ রা মে " বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউসিয়াম"(BITM) স্থাপিত হয় (৫৬)।

শ্রী ঘনশ্যাম বিড়লার একজন জীবনীকার অতুলানন্দ চক্রবর্তীর মতে বিড়লা, গান্ধীজির ওয়ারধা আশ্রমের জন্য বহু বছর ধরে প্রতি বছর ৫০০০০ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন।১৯৩৬ সালে গান্ধীজির অনুরোধে তিনি "বিশ্বভারতী" প্রতিষ্ঠার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কে ৬০০০০ টাকা দান করেন (৫৭)। হিন্দিতে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল, সাম পেজেস অফ্ ডায়রি (১৯৪০), বাপু (১৯৪১), স্টোরি অফ রুপি (১৯৪৮),পাথস টু প্রস্পারিটি (১৯৫০) প্রভৃতি।১৯৫৭ সালে ভারত সরকার তাঁকে "পদ্ম বিভূষণ" উপাধি প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে ১১ ই জুন লন্ডনে তাঁর দেহাবসান হয়এবং এই সাথে পরাধীন ও স্বাধীন ভারতে তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞের পরিসমাপ্তি ঘটে (৫৮)।

আলামোহন দাস (১৮৯৫- ১৯৬৯) :

শ্রদ্ধেয় আলামোহন দাস বাংলা তথা ভারতের উল্লেখযোগ্য শিল্পপতি, লোকহিতৈষী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক একজন প্রতিভাবান মানুষ। প্রাক ও পরবর্তী স্বাধীনতা যুগে সামান্য মুড়ি বিক্রেতা থেকে পাট- বস্ত্র, ভারী শিল্প, ওষুধ, চিনি, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে তাঁর সবলিল বিচরণ এক কথায় অবিশ্বাস্য। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য "ইন্ডিয়ান মেশিনারি কোম্পানি"(৫৯)।১৮৯৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের বাংলায় হাওড়ার খিলা- বারুইপুর গ্রামে মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (৬০)। গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত এই মানুষটি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের রচনা পড়ে সর্বভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সমর্থনের জন্য ব্রিটিশদের ভয়ে তাঁকে রেঙ্গুনে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। দেশবাসীর দারিদ্র দূর করার জন্য পুঁথিগত স্কুল কলেজের শিক্ষানির্ভর চাকরির পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন ব্যবসার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে (৬১))। নিজেই তার বাস্তব উদাহরণ। যাত্রা শুরু ,মাথায় মুড়ির বস্তা নিয়ে কলকাতার রাস্তায় ফেরি করা দিয়ে। একটু স্থায়ী হলে, তিনি আনন্দময়ী লোহার কারখানার গেটে মুড়ির বস্তা নিয়ে দুপুরের খাবার সময় উপস্থিত থাকতেন মুড়ি বিক্রির জন্যে। তাঁর এই অনমনীয় উদ্যমের কথা ভেবে, কলকাতার দর্জিপাড়ার পি. এন. দত্ত নামে এক শিল্পপতি তাঁকে শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর শিল্প জয়যাত্রার সূচনা হয় (৬২)।

প্রারম্ভিক জীবনের অনেক দুঃখ, কষ্ট , পরিশ্রম ও একাগ্রতার ফসল হল "হাওড়া কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি"।১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন "ইন্ডিয়া মেশিনারি কোম্পানি", যেখানে উৎপাদিত দ্রব্য লেদ, ওজন যন্ত্র, ছাপার যন্ত্র, বস্ত্র তৈরির যন্ত্র প্রভৃতি সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম সারির তকমা পেয়েছিল (৬৩)।১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন"ভারত জুট মিল", যার উদ্বোধন করেন প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং বর্তমানে এটি পশ্চিম বঙ্গের অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন এর অধীন।১৯৩৮

সালে এক হাজার বিঘা কেনা জমিতে প্রতিষ্ঠা করেন "দি ইন্ডিয়ান মেশিনারি অ্যান্ড কোম্পানি" যেখানে বেঙ্গল ওয়েইং স্কেলস, পাল'স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এবং অ্যাটলাস ওয়ে ব্রিজ একত্রে মিশে গিয়ে যথেষ্ট সাফল্যের মুখ দেখেছিল (৬৪)।১৯৩৯ সালে কলকাতায় তিনি যে বানিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম "দাস ব্যাংক"যার সারা বাংলা জুড়ে ৬০ টি শাখা ছিল।এর বেশিরভাগ শাখা ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ায় ব্যবসা মার খাওয়ার জন্য ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে যায় (৬৫)।এর ফলে তাঁর আর্থিক অবস্থারও অবনতি হয়।১৯৪০ সাল নাগাদ আর্থিক স্থিরতা ফিরে আসলে তিনি ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন"হাওড়া ইন্সুরেন্স কোম্পানী",১৯৪২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন"এশিয়া ড্রাগ কোম্পানি" যা বর্তমানে "নেশন্যাল টুল রুম"এর কাছে বিক্রিত হয়েছে এবং একই সময়ে প্রতিষ্ঠা করেন "দাস সুগার কোম্পানি"।১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন"দি ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি"।১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন"আরতি কটন মিলস", যা বর্তমানে "নেশনাল টেক্সটাইল করপোরেশন" দ্বারা পরিচালিত হয় (৬৬)।

মন্দির নির্মাণ, পুকুর খননের পাশাপাশি ১৯৪৮ সালে নিজের গ্রামের কাছে"খিলা গোপিমহন শিক্ষা সদন" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এগুলি তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের উদাহরণ (৬৭)। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৫২ সালে নির্দল প্রার্থী হিসাবে আলামোহন দাস উত্তর আমতা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে পশ্চিম বঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেন (৬৮)। হাওড়ার একজন প্রভাবশালী শিল্পপতি ও লোক হিতৈষী ব্যাক্তি হিসাবে তাঁর নামে মধ্য হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের নাম হয় "দাসনগর"(৬৯)। তাঁর নামে দক্ষিণ পূর্ব রেলের একটি স্টেশন এর নামও "দাসনগর" করা হয়েছে। তবে তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম এই শিল্পের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

উপসংহার:

রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় রচিত"স্বাধীনতা- সঙ্গীত"এর প্রথম লাইন টি হল,"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?" এই ধারণাই তো স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। শুধুমাত্র প্রশাসনিক স্বাধীনতা অর্জন করলেই প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয়না। আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা পাওয়া এবং আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হওয়াই প্রকৃত স্বাধীনতার বৈশিষ্ট। পরাধীন ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা সশস্ত্র বিপ্লবের পরিবর্তে দীর্ঘ শিল্প বিপ্লব চালিয়ে গিয়েছেন, যাতে ভারতবাসী আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হতে পারে এবং একই সাথে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার পাশাপাশি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আর্থিক সহায়তা করে গেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি জনকল্যাণ মূলক বিষয়েও জাতীয়তা বোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের উত্তরসূরিদের সর্বাধুনিক ভারত গঠনে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্রের মতে এই সমস্ত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা অনেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে জেলবন্দী অবস্থায় কঠিন কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন(৭০)। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় এখানে আলোচিত বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বমহিমায় বিরাজ করবেন, এই আশা রইল নতুন প্রজন্মের কাছে।

তথ্যসূত্র:

১। Paul Bairoch, Economics and World History: Myths and Paradoxes, University of Chicago Press,1995, P95.

২। Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD Publishing,2003,PP. 257- 261.

৩। Parthasarathi Prasannan, Why Europe Grew Rich and Asia Did not: Global Economic Divergence, 1600 - 1850, Cambridge University Press,2011, P 45.

৪। Lawrence E. Harrison, Peter L. Berger, Developing Cultures: Case Studies, Routledge, 2006, P 158.

৫।Jozsef Borocz, The European Union and Global Social Change, Routledge, 2009, P 21.

৬। Peter Robb, A History of India, Palgrave MacMillan, 2004, PP. 131 - 134.

৭। Angus Maddison, The World Economy,vol.1,2, OECD Publishing, 2006, P 638.

৮। Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD Publishing, 2003, P 261.

৯। Professor Aditya Mukherjee, The Return of the Colonial in Indian Economic History: The Last Phase of Colonialism In India, Social Scientist, Published by the Indian School of Social Sciences and Tulika Books,Vol.36,No. 3/4 (March - April), 2008,PP. 3 - 44.

১০।N. Benjamin, Jamsetj Nusserwanji Tata: A Centenary Tribute, Economic and Political Weekly, Vol.39, No. 35 (Aug.28 - Sep.3), 2004, PP. 3873 - 3875, Published by Economic and Political Weekly.
১১। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই, R.M. Lala, For The Love of India: The Life And Times of Jamsetj Tata, Published by Portfolio, 2006.
১২। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই, Dinshaw Edulji Wacha,The Life and Life Work of J.N.Tata, Published by Creative Media Partners,LLC, 2019(Originally Published by Ganesh and company, 1915).
১৩। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই, Frank Harris, Jamsetj Nusserwanji Tata : A Chronicle of His Life, Published by Rupa and Company, 2014.
১৪। Arup Chatterjee, Jamshedpur: The City of Steel, The Hindu (News Paper), Publisher: N. Ravi,23 February,2019.
১৫। Puneet Wadhwa, Jamshetji Tata tops global list of 10 Philanthropists for last 100 years, Business Standard of India (Daily Newspaper), Published by Business Standard Ltd.,23 June 2021.
১৬। Uma Dasgupta,Scienc and Modern India: An Institutional History,C. 1784 - 1947,Pearson Education India,2011,P 137.
১৭। Published by Hindustan Times Correspondent, Hindustan Times, New Delhi, April 10, 2020.
১৮। Amitava Chakrabarty, Prafulla Chandra Ray: The Revolutionary in the grab of a scientist, The Indian Express (Newspaper), Published by Indian Express Limited, 19 April, 2020.
১৯। Published by Hindustan Times Correspondent, Hindustan Times, New Delhi, April 10,2020.
২০। Prafulla Chandra Ray, India: Before and After the Mutiny (originally published in 1886), Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. Of India,2012.
২১। Priyadaranjan Ray, Prafulla Chandra Ray: 1861 - 1944, Biographical Memories of Fellows of the Indian National Science Academy, 1, 1944,PP. 58 - 76.
২২। Arun Chandra Guha, First Spark of Revolution, Orient Longman,1971.
২৩।Rajeev Singh, Revolutiary in the Grab of a Scientist, Science India,2021.
২৪। M K Gandhi,An Autobiography or The Story of My Experiments with Truth.
২৫। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই, Burjor Khurshedji Karanjia,Vijitatma: Pioneer- founder Ardeshir Godrej,Bombay: Penguin,2004.
২৬। তদেব।
২৭। তদেব।
২৮। তদেব।
২৯। Naveen Reddy, Inspiring Success Story of Godrej - Youth Motivator, March25,2021(https://youthmotivator 4life.com)(সংগ্রহের তারিখ,৩০.০৩.২০২১।)
৩০। Samar Srivastava, The Godrej Foundation: In Charity They Trust, Forbes India (Magazine, Published fortnightly, editor- Brian Carvalho),Published: December 2, 2013.
৩১। এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বই, Minhaj Merchant,Govindram Seksaria- The untold saga of an Empire - Builder, Publisher - Amaryllis;(an imprint of Manjul Publishing House), August, 2019.
৩২। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন, Baiju Kalesh, " In Bajaj Family, business sense over- rules ties", Financial Express (Indian English language business news paper, owned by India Express Group),6 April,2012.
৩৩। এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য হল,
(ক)Bajaj Group: Sharing a legacy- Mint (https://www.livemint.com)(সংগ্রহের তারিখ,০৪.০৪.২০২১)
(খ) JBIMS(https://en.m.wikipedia.org) (সংগ্রহের তারিখ, ০৬.০৪.২০২১)
(গ)(a) (https://jamnalalbajaj foundation.org)(সংগ্রহের তারিখ,০৮.০৪.২০২১)
(b) (https://www jamnalalbajajawards.org)(সংগ্রহের তারিখ,০৯.০৪.২০২১)
৩৪। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বই, B.R.Nanda, In Gandhi's Footsteps: The Life and Times of Jamnlal Bajaj, Oxford University Press,USA.
৩৫। এই সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য হল,

(ক) Rahul Bajaj, Jamnlalal Bajaj embodied Gandhi's ethics to such an extent that Mahatma"adopted him as 5th. son", India Today (Weekly Indian English language news magazine, Published by Living Media India Limited),16 September,2017.
(খ) Jamnlalal Bajaj, https://wikimili.com (সংগ্রহের তারিখ, ১০.০৪.২০২১)
৩৬। এই সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য হল,
(ক)Sharanya Munsi,"Jamnlal Bajaj,the Gandhian Capitalist was the Mahatma's Merchant Prince", The Print,News Assistant (An Indian online Newspaper),owner: Printline Media Pvt.Ltd.(URL),11 February,2019.
(খ) Rahul Bajaj, প্রাগুক্ত।
(গ) Shriman Narayan, Jamnlal Bajaj:Gandhiji's ' fifth son' , Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India,1974.
৩৭। "Birla,Ghanshyam Das (1894-1983), businessman and politician in India", Oxford Dictionary of National Biography (on line ed.), Oxford University Press.
৩৮। Aroon Purie,Jay Dubashi, " I am not a business man ",India Today,5 March 2014(সংগ্রহের তারিখ,১৫.০৪.২০২১)
৩৯। Samyak Pande, G.D.Birla , the man who rose to become a powerful business magnet from cotton mill owner, The Print (The Print Profile),11 June,2019.
৪০। M.G.Arun, Ghanshyam Das Birla, founder of the Birla, empire ,was a man of many parts, India Today, September 16, 2017 , Issue date: September 25,2017.
৪১। https://.indianchamber.org(সংগ্রহের তারিখ,২০.০৪.২০২১)
৪২। Samyak Pande, প্রাগুক্ত।
৪৩। Shri GD Birla: A Visionary who transformed India,27 April,2021(https://adityabirla.com)
৪৪।Samyak Pande, প্রাগুক্ত।
৪৫। About us - History of UCO Bank (https://www.ucobank.com).
৪৬। Vishnu Gopinath,G D Birla: A Gandhian who Rose with the Fall of the British,11 June 2018(https://www.thequint.com),the quint (An english and hindi language Indian general news and opinion website).
৪৭। Shri GD Birla:A Visionary.....27April,2021,প্রাগুক্ত।
৪৮।"Birla, Ghanshyam Das.....In India", প্রাগুক্ত।
৪৯।Stephen Legg, " Imperial Internationalism: The Round Table Conference and the Making of India in London,1930 - 1932 ", Humanity,2020, 11(1): 32 - 53.
৫০। Indian Round Table Conference (second session) Proceedings of the Plenary Sessions (PDF),1932.
৫১। Ratna G. Revankar, The Indian Constitution: A case study of Backward classes, Fairleigh Dickinson University Press, 1971,PP.124.
৫২। Shri GD Birla: A Visionary....27,April., প্রাগুক্ত
৫৩। Amal Sanyal, The industralists behind India's first national economic plan, QUARTZ INDIA,November15,2018(URL: qz.com)
৫৪।Shri GD Birla:A Visionary.....27, April., প্রাগুক্ত।
৫৫। https://en.m. wikipedia.org
৫৬। " Birla Industrial and Technogical Museum 1959 - 2009 ",Book Published by National Council of Science Museums - 2009.
৫৭। From Raj to Rafale 4 : Mahatma and Millionaries (www.gfilesindia.com)
৫৮। (https://en.m. wikipedia.org)
৫৯।Sampa Ghosh (2010), "A Swadeshi Enterpreneur of Bengal: Karmavir Alamohan Das ", Proceedings of the Indian History Congress,71:517.
৬০।Subodh Chandra Sengupta,Anjali Bose (editors),(1976),Samsad Bengali Charitabhidan (Biographical dictionary),(in bengali),P 46.
৬১। " A nagar named after him", The Telegraph India,16 May 2014(https://www.telegraphindia.com)(সংগ্রহের তারিখ, ২৫.০৪.২০২১)
৬২। তদেব।

৬৩। Chittabrata Palit,Pranjal Kumar Bhattacharyya, Business History of India, Published by Kalpaz Publication,New Delhi,2006,P.244, Google books (সংগ্রহের তারিখ,৩০.০৪.২০২১)
৬৪। "A nagar named after him", প্রাগুক্ত।
৬৫। " Dass Capital ", Business Line,31 January 2000(সংগ্রহের তারিখ,০১.০৫.২০২১)
৬৬। " A nagar named after him ", প্রাগুক্ত।
৬৭। তদেব।
৬৮। তদেব
৬৯।Samsad Bengali Charitabhidan, প্রাগুক্ত,P33.
৭০। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বই, Bipan Chandra and Others, " India's Struggle for Independence: 1857 - 1947."